প্রথম আলো
রোববার, ২ সেপ্টেম্বর ২০১২

হাওরের অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে

সুমনকুমার দাশ, সিলেট

জলবায়ুর পরিবর্তন ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নানামুখী কর্মকাণ্ডের কারণে হাওরের জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়েছে। হাওর এলাকার বাসিন্দারা জানায়, অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ হাওরে এখন আর দেখা যায় না।

উদ্ভিদ-সংশ্লিষ্ট একাধিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে হাওরাঞ্চলের অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ এখন বিরল হয়ে পড়েছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে সেগুলো বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, দেশে সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে মানসম্মত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় হাওরের উদ্ভিদ বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তাই কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবে না, হাওরের কত প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে রয়েছে। তবে উদ্ভিদ যে বিলুপ্ত হচ্ছে সেটি ঠিক।

হাওর পারের বাসিন্দা ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার পরিচালিত জরিপে জানা গেছে, হাওরে প্রায় ২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে কমপক্ষে ৪২ প্রজাতির উদ্ভিদ এখন আর তেমন দেখা যায় না। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ভিদ হচ্ছে, বুনো গোলাপ, মাখনা, দেউরি, আশহান, দুদুল, কাটাঝাউ, পাথুই, কার্ড, পউরা, আরাইল, পুটকিবন, কেশুর, আগরা, চিচরা, উপল, কুই, বলুয়া, বালাডুমুর, পানিকলা, দুধিলতা, গুঞ্জিকাটা ও বনতুলসী। এ ছাড়া হাওরের অতি পরিচিত উদ্ভিদ কচুরিপানা, আমড়া, সিংরা, দূর্বা, শাপলা, চাইল্লা, ঢোলকলমি ও হেলেঞ্চাও আগের মতো পাওয়া যায় না।

হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অবনীমোহন দাস বলেন, 'হাওরাঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আলাদা। এ অঞ্চলে কিছু উদ্ভিদ রয়েছে, যেগুলো দেশের আর কোনো অঞ্চলে তেমন একটা দেখা যায় না। গত ১০ বছর আগেও যেসব উদ্ভিদ দেখেছি, সেগুলো এখন আর চোখে পড়ে না বললেই চলে।'

সিলেটের এমসি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রজতকান্তি সোম বলেন, পরিবেশগত পরিবর্তন এবং মানুষের নানামুখী পরিবেশ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে হাওরের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। শুধু হাওরের উদ্ভিদ বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে সরকারি উদ্যোগে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা প্রয়োজন।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনমি অ্যান্ড হাওর অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের প্রধান ড. নূর হোসেন মিয়া বলেন, অপরিকল্পিতভাবে জমির ব্যবহার, পানি সেচে মাছ ধরা, রাসায়নিক সারের অবাধ ব্যবহার, পানিদূষণসহ বিভিন্ন কারণে হাওরের উদ্ভিদ বিলুপ্ত হচ্ছে। এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে কয়েক বছরের মধ্যে হাওরের অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রকৃতিবিষয়ক লেখক মোকাররম হোসেন বলেন, 'আমাদের দেশে সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ে সর্বসম্মত কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠায় হাওরের উদ্ভিদ বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। তাই কেউই নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন না, হাওরের কত প্রজাতির উদ্ভিদ বিলুপ্তির পথে রয়েছে। তবে উদ্ভিদ যে বিলুপ্ত হচ্ছে সেটি ঠিক।'

'শেষকৃত্য' হয় পাখিদেরও!

সঙ্গীদের মৃত্যুতে কিছু কিছু পাখি শেষকৃত্যে অংশ নেয়। *এনিমেল বিহেভিয়ার* সাময়িকীর একটি প্রতিবেদনে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই তথ্য জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী টেরেসা ইগলেসিয়াস ও তাঁর সহকর্মীরা জানান, নীলকণ্ঠ প্রজাতির কোনো পাখি মারা গেলে তার সঙ্গীরা একে অপরকে ডেকে আনে এবং খাবার অনুসন্ধান বন্ধ করে দেয়। তারা মৃত পাখিটির কাছে নেমে যায় এবং চারপাশে সমবেত অবস্থান নেয়। তারা আসন্ন

কোনো বিপদের আশঙ্কায় সম্ভবত একে অপরকে সতর্ক করতেই এ ধরনের আচরণ করে।

গবেষকেরা বলেন, ঝোপঝাড়ে বিভিন্ন রঙের কাঠের টুকরা ফেলে রাখলে পাখিরা নির্বিকার থাকে। কিন্তু মৃত পাখি ফেলে রাখলে তাদের আচরণ বদলে যায়। বিবিসি।